মুখস্থ নয় বরং বাস্তবমুখী জ্ঞান অর্জন জরুরি

ড. মো. শফিকুল ইসলাম

প্রকাশিত: ২০:২৮, ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫

শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত কেবল মুখস্থ করা নয়, বরং প্রকৃত অর্থে জ্ঞান অর্জন করা। আগে যেখানে বই মুখস্থ করলেই পরীক্ষায় ভালো ফলাফল অর্জন করা যেত, আজকের প্রযুক্তিনির্ভর যুগে তা আর যথেষ্ট নয়। কারণ, মুখস্থবিদ্যা শিক্ষার্থীর সাময়িক সাফল্য এনে দিতে পারে বটে। কিন্তু বাস্তব জীবনের সমস্যা সমাধান, সৃজনশীলতা এবং উদ্ভাবনী চিন্তায় এর কোনো কার্যকর অবদান নেই। বিশেষত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও ডিজিটাল প্রযুক্তির যুগে কেবল তথ্য মুখস্থ নয়, বরং তথ্য বিশ্লেষণ ও প্রয়োগ করার দক্ষতাই এখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন।

বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী শিক্ষাব্যবস্থা এখন বড় ধরনের পরিবর্তনের

মুখোমুখি। দেশে এখনো অনেকাংশে পরীক্ষা-কেন্দ্রিক শিক্ষা চালু রয়েছে যেখানে শিক্ষার্থীরা জিপিএ বা নম্বরের জন্য অন্ধভাবে মুখস্থে ঝুঁকে পড়ে। কিন্তু চাকরির বাজার, গবেষণা এবং উদ্যোক্তা কার্যক্রমে সাফল্য পেতে হলে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন সৃজনশীল দক্ষতা, সমস্যা সমাধান করার ক্ষমতা এবং দলগতভাবে কাজ করার মানসিকতা। এই কারণে, মুখস্থবিদ্যার পরিবর্তে ধারণাভিত্তিক শিক্ষা, গবেষণার অভ্যাস এবং প্রাযুক্তিক দক্ষতা অর্জন জরুরি হয়ে উঠেছে।

সমসাময়িক বৈশ্বিক বাস্তবতায় একাডেমিক ডিগ্রির পাশাপাশি প্রযুক্তিগত দক্ষতা, সমালোচনামূলক চিন্তা এবং নৈতিক শিক্ষা সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কেবল পরীক্ষায় ভালো ফল নয়, বরং জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নে অবদান রাখা শিক্ষার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। জাতীয় শিক্ষানীতি এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের পাঠক্রম সংস্কারের মাধ্যমে এমন একটি পরিবেশ তৈরি করতে হবে যেখানে শিক্ষার্থীরা মুখস্থ নয়, বরং বাস্তবমুখী জ্ঞান অর্জনে উদ্বুদ্ধ হবে। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত শিক্ষার্থীদের মানবিক, উদ্ভাবনী এবং দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা। তথ্য-প্রযুক্তির দ্রুত বিকাশের যুগে জ্ঞান অর্জনই পারে শিক্ষার্থীদের প্রকৃতভাবে শক্তিশালী করে তুলতে। তাই এখন সময় এসেছে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে মুখস্থ নির্ভরতা থেকে বের করে এনে প্রকৃত জ্ঞান অর্জন ও প্রয়োগের দিকে পরিচালিত করার। এভাবেই আমরা একটি দক্ষ, সৃজনশীল এবং জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ে তুলতে পারব।

শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার এবং সামাজিক অগ্রগতির প্রধান ভিত্তি। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ কেবল জ্ঞান অর্জন করেন না, বরং চিন্তা, বিশ্লেষণ এবং উদ্ভাবনের শক্তি লাভ করেন। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা এমনভাবে গড়ে উঠেছে যেখানে মুখস্থবিদ্যা প্রাধান্য পেয়েছে। পরীক্ষায় ভালো ফলাফলের জন্য শিক্ষার্থীরা বইয়ের পাতার পর পাতা মুখস্থ করে। কিন্তু বাস্তব জীবনে সেই মুখস্থ করা জ্ঞান তাদের কোনো কার্যকর অবদান রাখতে পারে না। বর্তমান বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার যুগে এই ধারা আর যথেষ্ট কার্যকর নয়। আজকের দিনে প্রয়োজন এমন শিক্ষা যেখানে মুখস্থ নয়, বরং ধারণাভিত্তিক জ্ঞান, সৃজনশীলতা এবং দক্ষতা অর্জনই মুখ্য হবে।

মুখস্থবিদ্যা মূলত তথ্য পুনরাবৃত্তি করার দক্ষতা, যা পরীক্ষায় সাময়িক সাফল্য এনে দিতে পারে। কিন্তু এই ধরনের শিক্ষা শিক্ষার্থীর সমালোচনামূলক চিন্তা, সমস্যার সমাধান করার ক্ষমতা বা নতুন কিছু আবিষ্কার করার ক্ষমতাকে বিকশিত করতে পারে না। অপরদিকে ধারণাভিত্তিক শিক্ষা শিক্ষার্থীকে শেখায় কেন একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ, কীভাবে সেটি কাজ করে এবং কোথায় তা প্রয়োগ করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, গণিতের সূত্র মুখস্থ করার বদলে যদি শিক্ষার্থী বুঝতে পারে কোন পরিস্থিতিতে সেই সূত্রটি ব্যবহার করতে হবে, তখন সেটিই হবে প্রকৃত শিক্ষা।

একবিংশ শতাব্দী তথ্যপ্রযুক্তির যুগ। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI), মেশিন লার্নিং, রোবটিক্স এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলো পৃথিবীকে দ্রুত পাল্টে দিচ্ছে। আজকের দিনে শুধু তথ্য জানা যথেষ্ট নয়। কারণ তথ্য এখন সহজেই ইন্টারনেট থেকে পাওয়া যায়। আসল দক্ষতা হলো তথ্যকে বিশ্লেষণ করা, নতুন সমাধান বের করা এবং উদ্ভাবনী কিছু তৈরি করা। উদাহরণস্বরূপ, ChatGPT বা অন্যান্য AI প্ল্যাটফর্ম বিপুল তথ্য মুহূর্তেই দিতে পারে। কিন্তু একজন শিক্ষার্থীর কাজ হবে সেই তথ্য ব্যবহার করে নতুন জ্ঞান তৈরি করা বা সমস্যার সমাধান করা।

দেশে এখনো অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মুখস্থবিদ্যা নির্ভর শিক্ষা প্রচলিত। শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় ভালো ফলাফলের জন্য গাইড বই বা নোট মুখস্থ করে। ফলে তাদের ভেতরে সৃজনশীলতা বা গবেষণার অভ্যাস গড়ে ওঠে না। এমনটি হওয়ার কতিপয় উল্লেখযোগ্য কারণ- পরীক্ষাকেন্দ্রিক শিক্ষা : পরীক্ষায় জিপিএ ৫ পাওয়াই প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। গবেষণার অভাব: উচ্চশিক্ষায়ও মৌলিক গবেষণা তেমন গুরুত্ব পায় না। প্রযুক্তিগত দক্ষতার ঘাটতি: অনেক শিক্ষার্থী আধুনিক সফটওয়্যার, ডিজিটাল টুলস বা প্রোগ্রামিংয়ে দক্ষ নয়। এই অবস্থায় শিক্ষার্থীরা আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ে এবং চাকরির বাজারে টিকে থাকতে সমস্যায় পড়ে।

একবিংশ শতাব্দীতে টিকে থাকতে হলে শিক্ষার্থীদের শুধু বই মুখস্থ নয়, বরং বাস্তবমুখী জ্ঞান অর্জন করতে হবে। এজন্য কিছু পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে- গবেষণাভিত্তিক শিক্ষা: শিক্ষার্থীদের ছোট গবেষণা বা প্রকল্পে যুক্ত করা। সৃজনশীল চিন্তা: খোলা প্রশ্ন, বিতর্ক ও আলোচনার

মাধ্যমে তাদের চিন্তার পরিসর বাড়ানো। সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ: কেবল উত্তর মুখস্থ নয়, বরং কেন একটি উত্তর সঠিক তা বিশ্লেষণ করতে শেখানো। দলগত কাজ: টিমওয়ার্ক, প্রেজেন্টেশন ও নেতৃত্বের সুযোগ দেওয়া। ডিজিটাল দক্ষতা: প্রোগ্রামিং, ডেটা অ্যানালাইসিস, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ইত্যাদি বিষয়ে দক্ষতা বাড়ানো।

বিশ্বের উন্নত দেশগুলো শিক্ষায় মুখস্থবিদ্যার পরিবর্তে গবেষণা ও সৃজনশীলতাকে গুরুত্ব দিচ্ছে। ফিনল্যান্ডে শিক্ষার্থীরা পরীক্ষার চাপ ছাড়াই প্রকল্পভিত্তিক শিক্ষায় অংশ নেয়। আমেরিকায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শিক্ষার্থীদের স্টার্টআপ বা গবেষণায় যুক্ত হতে উৎসাহিত করে। ভারতের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ও এখন দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষায় জোর দিচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের অবস্থান এগিয়ে নিতে হলে শিক্ষাব্যবস্থায় দ্রুত সংস্কার আনা জরুরি। আন্তর্জাতিক মানের চাকরিতে দক্ষতা, বিশ্লেষণী ক্ষমতা ও সৃজনশীলতার দরকার হয়। মুখস্থবিদ্যা এ ক্ষেত্রে কোনো সাহায্য করে না। যেমন বলা যেতে পারে- বিদেশি কোম্পানিতে ইন্টারভিউতে শুধু মুখস্থ জ্ঞান নয়, বরং সমস্যা সমাধান করার কৌশল জানতে চাওয়া হয়, যেখানে আমাদের অনেক শিক্ষার্থী হোঁচট খায়।

জাতীয় পর্যায়ে শিক্ষানীতি সংস্কারের মাধ্যমে মুখস্থ নির্ভরতা কমিয়ে দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষাকে প্রাধান্য দেওয়া আবশ্যক। সেজন্য কর্তৃপক্ষ যেসব উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে- ক) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে ধারণাভিত্তিক পাঠক্রম চালু করা। খ) উচ্চশিক্ষায় গবেষণা ও উদ্ভাবনকে অগ্রাধিকার দেওয়া। গ) শিক্ষকদের আধুনিক প্রশিক্ষণ এবং ডিজিটাল অবকাঠামো উন্নত করা। ঘ) পরীক্ষার মূল্যায়ন পদ্ধতিকে নম্বরনির্ভরতা থেকে সরিয়ে দক্ষতাভিত্তিক করা।

মুখস্থবিদ্যা শিক্ষার্থীদের শুধু সাময়িক সাফল্য এনে দিতে পারে। কিন্তু তাদের প্রকৃত জীবনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় অক্ষম রাখে। অন্যদিকে ধারণাভিত্তিক শিক্ষা তাদের বাস্তব জীবনে সফল, দায়িত্বশীল ও উদ্ভাবনী নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে। তথ্যপ্রযুক্তির দ্রুত বিকাশের যুগে প্রকৃত শিক্ষা হবে সেই শিক্ষা যা মানুষকে চিন্তা করতে, সমাধান খুঁজে বের করতে এবং নতুন কিছু তৈরি করতে শেখাবে। তাই এখন

সময় এসেছে শিক্ষাব্যবস্থাকে মুখস্থ নির্ভরতা থেকে বের করে এনে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনের দিকে নিয়ে যাওয়ার।

লেখক : সহযোগী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান ও তথ্য পদ্ধতি বিভাগ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ